জাতীয় যুবদিবস ২০০৯

যুবরাই লড়বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়বে

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

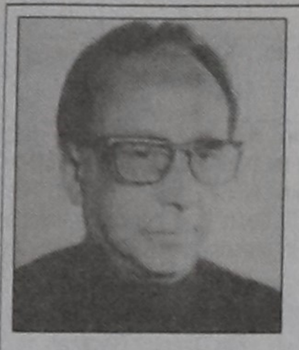

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।
২৪ অগ্রহায়ণ ১৪১৬
০৮ ডিসেম্বর ২০০৯

রাষ্ট্রপতি

বাণী

বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে জাতীয় যুবদিবস পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যুব সমাজের অবদান অপরিসীম। আর তাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুব সমাজের সার্বিক উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। জাতীয় উন্নয়নে যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ রচনা করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় যুব সমাজ দেশে বিদেশে উন্নয়ন ও সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে দেশের অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রাখছে। এ কথা জেনে আমি আরো আনন্দিত হয়েছি যে, এবারের যুব দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'যুবরাই লড়বে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়বে'। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এলক্ষ্য অর্জনেও যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ যুব সমাজ সকল ক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকবে। জাতীয় উন্নয়নে সাধ্যমত অবদান রাখবে।

আমি জাতীয় যুব দিবসে তারুণ্যদীপ্ত যুব সমাজের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

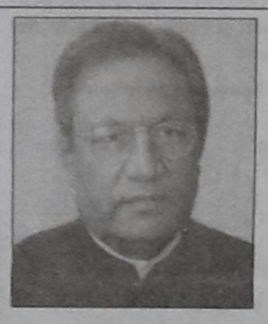

মোঃ আহাদ আলী সরকার
প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যুবসমাজ সবসময়ই যে কোন দেশের সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী, উৎপাদনক্ষম চালিকাশক্তি ও জাতির আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন। যুবদের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে তাদের নিজেদের জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য কাজে লাগাতে হবে। যুবদের কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনার উপর জাতির উন্নতি সর্বোতভাবে নির্ভরশীল। এ জন্য যুবদের সকল শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো এবং সদ্ব্যবহার করা জরুরি। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে দেশের যুবশক্তিকে মানবসম্পদে পরিণত করে উন্নয়নের স্রোতধারায় তাদেরকে সম্পৃক্ত করার নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। যুবরা দারিদ্র্য ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে উন্নয়নের আদর্শ সৃষ্টি করবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ভিশন ২০২১ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবারের যুব দিবসের শ্লোগান নির্ধারিত হয়েছে - "যুবরাই লড়বে, ডিজিটাল বাংলাদেশে গড়বে"। যুবদের মেধা ও শ্রমের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে তাদের উদ্যম,উদ্যোগ ও কর্মধারাকে উন্নয়নের পথে ধাবিত করে নতুন শতাব্দীতে আমরা সমৃদ্ধির নতুন দ্বার উন্মোচন করতে চাই। জাতীয় যুব দিবস আয়োজনের সেটাই প্রত্যাশা।

জাতীয় যুব দিবস ২০০৯ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের যুবরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সুনাগরিক, দায়িত্ববোধসম্পন্ন সুশৃঙ্খল, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক আত্মনির্ভরশীল কর্মীবাহিনী হিসেবে গড়ে উঠুক এটাই একান্ত কাম্য।

মোঃ আহাদ আলী সরকার
২৫/১১/০৯

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম

ফখরুল ইসলাম
মহাপরিচালক

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুব। এ যুবসমাজ জাতির প্রাণপ্রবাহ। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস যুবসমাজের গৌরবদীপ্ত ভূমিকায় ভাস্বর। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতোত্তরকালে জাতীয় ইতিহাসের সকল ক্রান্তিলগ্নেই রয়েছে যুবদের দৃপ্ত পদচারণা। যুবদের গৌরবময় অতীত ইতিহাসের আলোকে জাতীয় উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমানে বিশাল যুবগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশ বেকারত্ব ও দারিদ্র্যকবলিত। আমাদের যুবদের জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ, দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দান ও ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সৃষ্টিলগ্ন থেকে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কর্মপ্রত্যাশী অসংগঠিত যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃংখল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মপরিধি ঃ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন (রুল্‌স অব বিজনেসের ১নং তফসিল) অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি অর্পিত হয়েছেঃ

* যুবদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিষয়ক সকল কার্যাদি।
* উন্নয়নমূলক কাজে যুবদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
* যুবদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযোগ রাখা।
* নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুরি।
* যুব পুরস্কার প্রদান।
* যুবদেরকে দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলী অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ।
* যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর গবেষণা ও জরিপ।
* বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন ঃ

* অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃংখল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তর করা।
* দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান কিংবা স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা।
* জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেকার যুবদের সম্পৃক্ত করা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্দেশ্যাবলী ঃ

ক) উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাসহ দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে সম্পৃক্ত করা।

খ) বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মাধ্যমে গোষ্ঠি উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য যুবদের বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিত করা।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহায়তা করেন ০৫(পাঁচ) জন পরিচালক, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ। এ অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৭৬টি উপজেলা এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানা কার্যালয় রয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সারা দেশে ১১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে মোট ৬৬৭২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম ঃ

* বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ
* প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান
* যুবঋণ বিতরণ
* সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ
* সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে কর্মসূচি
* ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

১) বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সৃষ্টিলগ্ন থেকে বেকার যুবক ও যুব মহিলাদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। শুরু থেকে জুন ২০০৯ পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩২ লক্ষ ৩ হাজার ১৫৬ জন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বর্তমানে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন মেয়াদী দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ পরিচালনা করছে।

১. পশু পালন, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স
২. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স (স্বাদু পানি)
৩. পোশাক তৈরী প্রশিক্ষণ কোর্স
৪. উলনিটিং প্রশিক্ষণ কোর্স
৫. কম্পিউটার বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স
৬. কম্পিউটার গ্রাফিক ডিজাইন ও ভিডিও সম্পাদনা প্রশিক্ষণ কোর্স
৭. ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ কোর্স
৮. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ কোর্স
৯. ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স
১০. ব্লক, বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স
১১. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স (কোস্টাল এরিয়া)
১২. হাউজকিপিং এন্ড লন্ড্রি অপারেশনস প্রশিক্ষণ কোর্স
১৩. ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস (ক্যাটারিং সার্ভিস) প্রশিক্ষণ কোর্স
১৪. প্যাটার্ন মেকিং প্রশিক্ষণ কোর্স
১৫. মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ কোর্স
১৬. মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা এবং বার্ড-ফ্লু প্রতিরোধ ও জীব নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা প্রশিক্ষণ কোর্স
১৭. বাণিজ্যিকভিত্তিতে বিভিন্ন ফুল ও সবজি চাষ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স
১৮. মাশরুম উৎপাদন কলাকৌশল, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং, সংরক্ষণ ও বিপণন প্রশিক্ষণ কোর্স
১৯. হেয়ার ড্রেসিং / বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ কোর্স
২০. সোয়েটার নিটিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স
২১. লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স
২২. মিট প্রসেসিং প্রশিক্ষণ কোর্স
২৩. নার্সারি, ফলগাছের বংশ বিস্তার এবং ফল বাগান তৈরী ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স
২৪. সহজ আরবি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স
২৫. দুগ্ধবতী-গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স
২৬. শিপ বিল্ডিং সংশ্লিষ্ট ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন প্রশিক্ষণ কোর্স
২৭. ওয়েল্ডিং (৬-জি) প্রশিক্ষণ কোর্স।

২) প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি ঃ

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুব মহিলা তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরাসরি অবদান রাখছে যা গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করছে। বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ দেয়ার পর প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য তাদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। আত্মকর্মী যুবদের তথা এ সকল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাসিক আয় ১৫০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/-পর্যন্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা মাসে এক লক্ষ টাকার অধিক অর্থ উপার্জন করে থাকে। আত্মকর্মী যুবদের সংখ্যা ১৭,৯০২৬২ জন।

৩) যুব ঋণ কর্মসূচি;

যুব ঋণ কর্মসূচি দুই ধরনের যথা ঃ

ক) গ্রুপভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি ঃ

এ কর্মসূচির আওতায় বেকার যুবদের পারিবারিক গ্রুপে সংগঠিত করে ঋণ প্রদান করা হয়। প্রতি গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ০৫ জন। গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যকে প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৮,০০০/- টাকা এবং পর্যায়ক্রমে ১৬,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়।

খ) একক ঋণ কর্মসূচি ঃ

এ কর্মসূচির আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কোর্সে প্রশিক্ষিত যুবদের একক ঋণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক সদস্যকে সর্বনিম্ন ৫,০০০/- টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়।

৪) সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি ;

এ কর্মসূচির আওতায় বেকার যুবদের এইচআইভি/এইডস/এসটিডি প্রতিরোধ, প্রজননস্বাস্থ্য, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, জেন্ডার ও উন্নয়ন, সুশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, শিষ্টাচারবোধ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

৫) সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে কর্মসূচি;

এ কর্মসূচির আওতায় যৌথ উদ্যোগে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে - বিজিএমইএ এবং বিআইএফটি, ওয়েস্টার্ণ মেরিন সার্ভিসেস লিঃ, ডে-বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি, টিএমএসএস, ভিএসও এবং সেভ দি চিলড্রেন-ইউএসএ।

৬) চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম ঃ

১. অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্প ঃ

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং ট্রেড (খ) ৫৫টি জেলায় রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেড এবং (গ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে বেকার যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২. ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট থ্রো লাইফ স্কিল্‌স এডুকেশন এন্ড লাইভলিহুড অপরচুনিটিসঃ

কিশোর-কিশোরীদের মাঝে প্রজননস্বাস্থ্য, প্রজনন অধিকার, এইচআইভি/এইডস ও জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি এবং জীবন দক্ষতা ও জীবিকার উপায় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট থ্রো লাইফ স্কিলস এডুকেশন এন্ড লাইভলিহুড অপরচুনিটিস" প্রকল্পটি ইউএনএফপিএ-এর আর্থিক সহায়তায় সিলেট ও কক্সবাজার জেলার ১৮টি উপজেলায় ৫০টি যুব ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩. ইনোভেটিভ ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পভারটি এলিভিয়েশন থ্রো কম্প্রিহেন্সিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট) প্রকল্প ঃ

বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গবাদিপশু ও মুরগীর খামার স্থাপন ও সম্প্রসারণ, খামারের বর্জ্য যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিকল্প জ্বালানী হিসেবে বায়ো-গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের কার্যক্রম দেশের ১০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৪. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচি ভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ প্রকল্প ঃ

ক্লাবভিত্তিক যুব কর্মসূচি সারা দেশে সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচিভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদার করা এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবদের লাভজনক কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থানের জন্য যুব সংগঠনের সহায়তায় স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক জীবন দক্ষতা ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ১০০০টি যুব সংগঠনের মাধ্যমে দেশের সকল জেলা ও ৪৭৬টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সাথে সকল জেলা ও উপজেলার ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হবে।

৫. কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার (সিওয়াইপিটেক) অন হুইলস ফর ডিসএনফ্রেনসাইজড রুরাল ইয়ং পিপুল অব বাংলাদেশ ঃ

এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র বেকার যুবরা ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে।

৭) সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের চলমান কর্মসূচি ঃ

অধিদপ্তরে মোট ৫টি সমাপ্ত প্রকল্পের কর্মসূচি চলমান রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের মধ্যে-

১. সমাপ্ত শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কর্মসূচি ঃ

এটি মূলতঃ একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র। মানবীয় গুণাবলী উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবদের উৎপাদনশীল মানবসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি প্রণীত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বেকার যুবদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব বিকাশ, উদ্বুদ্ধকরণ, যোগাযোগ, সুনাগরিক, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জাতীয় সামাজিক সেবা বিষয়ে আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনার, কর্মশালা, যুব সমাবেশ এবং যুব সম্পর্কে তথ্য বিনিময়, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এটি যুবদের জন্য প্রথম জাতীয় পর্যায়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র। প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২. সমাপ্ত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্পের কর্মসূচি ঃ

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) কম্পিউটার ট্রেডে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স এবং কম্পিউটার গ্রাফিক্স কোর্স (খ) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং ট্রেড (গ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং ট্রেড এবং (ঘ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে বেকার যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

৩. সমাপ্ত ২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের বাস্তবায়িত কর্মসূচি ঃ

২৬টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পশু পালন, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৪. সমাপ্ত ১৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের বাস্তবায়িত কর্মসূচি ঃ

এ সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় মোট ৭টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পশু পালন, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ে আবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৫. সমাপ্ত বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কর্মসূচিঃ

এটি একটি মানব সম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। এ কেন্দ্রে যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন বিষয়ক আবাসিক প্রশিক্ষণ এবং যুবদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে যুব সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশিবির, গবেষণা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা রয়েছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও যুব সংগঠনসমূহের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

৮) রাজস্ব কর্মসূচি ঃ

১. দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি ঃ

ক) পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি ঃ

গ্রামীণ ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য হ্রাস করা এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। দেশের ৮২টি উপজেলায় রাজস্ব খাতের আওতায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বেকার যুবদের পারিবরিক গ্রুপে সংগঠিত করে ঋণ প্রদান করা হয়।

খ) যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি ঃ

যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঋণ সহায়তাদান এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬৪ টি জেলা ও ৪৭৬ টি উপজেলায় (১০ টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) কার্যক্রম রয়েছে।

২. কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়াও উপকারভোগীদের দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩. আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ঃ

মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে ৪টি আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

৪. রাজস্বখাতভুক্ত বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঃ

বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্যচাষ বিষয়ে ২১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২ মাস ১৫দিন মেয়াদী আবাসিক প্রশিক্ষণ এবং এছাড়াও দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের অনাবাসিক/আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রাজস্বখাতভুক্ত অপ্রাতিষ্ঠানিক অনাবাসিক প্রশিক্ষণ স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে দেশের ৪৭৬টি উপজেলা এবং ১০টি মেট্রোপলিটান ইউনিট থানায় পরিচালনা করা হয়।

৯) ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ঃ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী বেকার যুবক/যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ন্যাশনাল সার্ভিস নীতিমালা অনুমোদন করেছে। এ কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে কুড়িগ্রাম, গোপালগঞ্জ ও বরগুনা জেলায় বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য চলতি ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ইতোমধ্যে ২০ কোটি টাকার মধ্যে ১৫ কোটি টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড় করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় মাধ্যমিক ও তদূর্ধ পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী বেকার যুবক/যুবমহিলাদের দশটি সুনির্দিষ্ট মডিউলে তিন মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণোত্তর অস্